POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA-HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2022

एम.टी.टी.-003 : बांग्ला-हिन्दी के विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में अनुवाद

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : ***सभी*** *प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रश्न संख्या* ***1*** *का उत्तर लगभग 750 शब्दों में दीजिए ।*

---

1. बांग्ला से हिन्दी में अनुवाद करते समय मातृभाषा के प्रभाव से होने वाली भूलों से कैसे बचा जा सकता है ? उदाहरण सहित समझाइए । *20*

अथवा

विज्ञापनों की परंपरा के बारे में बताते हुए इनके अनुवाद में आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डालिए ।

2. निम्नलिखित बांग्ला शब्दों के हिन्दी पर्याय लिखिए : *5*

সকালে, শেষ, ভাড়া, পরিবর্ধন, জন্য, কানন, জিনিসপত্র, ঠাই, অর্থনৈতিক, কাঁচাসাল ।

3. निम्नलिखित हिन्दी शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए : *5*

विक्रेता, विवरण, आमंत्रण, सुरक्षित, संपर्क, आसपास, कर्म, चारों ओर, व्यावसायिक, संबंधित ।

4. निम्नलिखित में से किन्हीं ***पाँच*** शब्दों के बांग्ला में अर्थ बताइए और उनका हिन्दी और बांग्ला वाक्यों में अलग-अलग प्रयोग कीजिए : *20*

तटस्थ, चर्चा, आदर, ध्यान, मूल, अभिमान, व्यर्थ, प्रतिष्ठा, अपवाद, अंक ।

5. निम्नलिखित में से किन्हीं ***चार*** के हिन्दी में अनुवाद कीजिए : *4×10=40*

(a) লোকটা আজ জ্বালাবে । ওর ওই বশংবদ হাসিটা দেখে হাড় জ্বলে গেল বিতানের । ঘাঘু কন্ট্রাক্টর মহাবীর প্রসাদের ঘোড়েল লোক এই নরহরি সানা । এসেই ওর টেবিলের ওপর একটা ব্রাউন পেপারের প্যাকেট রাখছিল । লক্ষ করে ধমকে উঠেছে বিতান — কী ওটা ! সরান । সরান বলছি !

— আপনি স্যার বড় অন্যায় রাগ করেন । এই সামান্য একখানা জিনিস, আপনার টেবিলের এক কোণে পড়ে থাকার মতো — নরহরি ধূর্ত চোখে হাসল, চাপা গলার অভিনয় করে স্বর না নামিয়েই বলল, — প্রসাদজী স্যার আপনার মতো ইয়ং সাহেবদের টেস্ট খুব জানেন —

লোকটার স্পর্ধা দেখে বিতান অবাক হয়ে যায় । অবশ্য লোকটার আর দোষ কি, এই অফিসেই কি ওর কম খাতির । মহাবীর প্রসাদের লোক বলে অফিসাররাই ওর খোশামোদ করে । এসবক্ষেত্রেও বিতান অসম্ভব একা । ভেতরে ভেতরে সে অস্থিরতা বোধ করলেও, বাইরে খুব অবিচলিত স্বরেই দাবড়ানি দিল, — সানাবাবু, আমার বাজে কথা শোনার যেমন সময় নেই, আমার টেবিলেও বাজে জিনিস রাখার কোনও জায়গা নেই । কাজের কথায় আসুন ।

— সেটাই তো বলছি স্যার ! নরহরি সানা উটের মত গলাটা এগিয়ে আনল টেবিলের ওপর, — আমাদের বিলটার ব্যাপারে, মানে, খামোখা দেরি হয়ে যাচ্ছে তো, এবার একটু কনসিডার করুন । ফেলে রাখবেন না, হেঁ হেঁ, আমার ওপর ভরসা করেই দেখুন না একটু —

বিতান ধৈর্য ধরে কথা বলতে দিল লোকটাকে । তারপর একইরকম গলায় বলল, — আপনাকে এর আগেও বলেছি, আবারও বলছি, ওই বিল আমি দেখেছি, ওটা আমার পক্ষে ছাড়া সম্ভব নয় । কনসিডার, ভরসা, এসব বলতে আপনি যা বোঝেন সে ব্যাপারে আমার রুচি নেই আপনি জানেন । বিলটায় প্রচুর গণ্ডগোল আছে —

— আহা গণ্ডগোল নয় গণ্ডগোল নয়, আপনি বুঝতে পারছেন না । আকে এমন বিল কত লাখলাখ বার করলুম আপনাদের কাছ থেকে, এটায় আটকাচ্ছে কেন !

(b) এই যে সরোজদা চাবিটা —

অনেকগুলো চাবিগাঁথা বড় একটা চাবির থোলো এগিয়ে ধরল ধ্রুব সরোজের দিকে ।

গলির মুখেই সামনে ট্যাক্সীতে মালমোট ওঠানো হয়ে গেছে । বাড়ির আর সকলেও গাড়ির মধ্যে আসন সংগ্রহ করে বসেছে, ধ্রুব ছুটে চলে এসেছে চাবিটা দিতে ।

জানা ব্যাপার নতুন করে বলবার কিছু নেই ।

সরোজ স্নেহের গলায় বললেন, বেরোচ্ছিস ? সাবধানে যা । ভালয় ভালয় ঘুরে আয় । গাড়ির তো এখন অনেক দেরি মনে হচ্ছে । এক্ষুণি —

ধ্রুব বলল, আর বলবেন না ! মার কান্ড তো জানেনই । পাঁচ ঘন্টা আগে থেকে তাড়া লাগাতে থাকেন । বাড়ি থেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত যেতে কী কী বিঘ্ন ঘটে দেরি হতে পারে তার লিস্ট বেড়েই চলেছে ।

কাকীমার বরাবর একরকমই গেল ।

হাসলেন সরোজ ।

বললেন, আচ্ছা !

ধ্রুব একটু হেট হয়ে প্রণামের মতো করল ।

সরোজ বললেন, আরে বাবা এ সবের পালা তো হয়ে গেছে তখন । কাকীমার হাতের গজা খেয়ে এলাম । আচ্ছা এগিয়ে পড় । ভাবনা করিস না, যেমন যা করবার করব । আচ্ছা । আচ্ছা !

এই শেষ দুবার 'আচ্ছা'টি শোনালো প্রায় 'দুর্গা' 'দুর্গা'-র মতোই । স্নেহ ব্যাকুলতার স্নেহস্পর্শ ।

গাড়ির জানলায় ধ্রুবর ছোটমেয়ের মুখটা দেখা গেল । বললো, সরোজদা টা টা !

সরোজ নিজ মনে হাসলেন, এই এক মেয়ে কিছুতে আর জেঠু বলানো গেল না । বাবা বা বলে, ও তাই বলবে ।

তা কারুর ব্যাপারেই যায় না । বাবা যাকে যে সম্বোধনে কথা বলে মৌও তাই বলে । তাই ঠাকুমাকে বলে 'মা' পিসিদের 'বড়দি ছোড়দি' । নিজের মাকে আগে নাম ধরে ডাকতো 'শর্মিলা শর্মিলা' । মারের অনেক বকাবকিতে এখন বলে 'ভালো মা' !

(c) কোভিডের টিকা এসে গিয়েছে । যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন কোভিড প্রজাতির উপর সেই টিকা কতটা কাজ করবে, তা নিয়ে এখনও সন্দেহ রয়েছে বিশেষজ্ঞ মহলে । কিন্তু তবু সে সবকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই ক্রমশ বাড়ছে বেড়ানো । আর তাতেই সংক্রমণের আশঙ্কাও বাড়ছে । তবে সেটা শুধু মানুষের মধ্যে নয়, অন্য প্রাণীদের মধ্যেও । হালে পৃথিবী জুড়েই গোরিলাদের মধ্যে বেড়ে গিয়েছে কোভিডের সংক্রমণ ।

হালে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর বেশ কিছু চিড়িয়াখানায় গোরিলাদের মধ্যে কোভিডের সংক্রমণ বাড়ছে । এমনকি পূর্ব আফ্রিকার জঙ্গলেও গোরিলাদের মধ্যে বেড়েছে এই ভাইরাসের সংক্রমণ । চিড়িয়াখানার গোরিলারা তাও মানুষের সংস্পর্শে এলেও, জঙ্গলের গোরিলারা তা আসে না । ফলে তাদের সংক্রমণের কারণ খুঁজতে অসুবিধায় পড়েছিলেন বিজ্ঞানীরা । কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, এর পিছনে পুরোদস্তুর দায় রয়েছে পর্যটকদেরই ।

চিড়িয়াখানা এবং অভয়ারণ্য — দু'ক্ষেত্রেই নিজস্বী তোলার জন্য গোরিলাদের খুব কাছাকাছি চলে যাচ্ছেন পর্যটকরা । আর তাতেই মানুষের থেকে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে এই প্রাণীদের মধ্যে । গোরিলা আর মানুষের জিনের মধ্যে গঠনগত মিল থাকার ফলেই, মানুষের সংক্রমণ গোরিলার মধ্যেও সহজে ছড়িয়ে পড়ছে বলেই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা ।

এর পিছনে নেটমাধ্যমের বড় ভূমিকা আছে বলেও মত সমাজবিজ্ঞানীদের । নিজস্বী তোলার প্রবণতাই মানুষের অসুখ ছড়িয়ে দিচ্ছে অন্য প্রাণীদের মধ্যে । গোরিলাদের কোভিড চিকিৎসা নিয়ে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন বিশেষজ্ঞরা ।

(d) কোভিড । লকডাউন । ছেলে কবীরের জন্ম । গত বছর এমনই এক ওঠা নামার মধ্যে দিয়ে কোয়েলের জীবন কেটেছে । পুজোতে নতুন ছবি এসেছে 'রক্ত রহস্য' । ২০২১-এ আসছে 'ফ্লাইওভার' ।

'কোয়েল মল্লিক তারকা, অবশ্যই । কোয়েল মল্লিক খুব ভাল অভিনেত্রীও', দাবি পরিচালক অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়ের । পরিচালক-অভিনেত্রীর এই রসায়ন দেখা যাবে ২ এপ্রিল বড় পর্দায় । সব ঠিক থাকলে ওই দিন মুক্তি পেতে চলেছে সুরিন্দর ফিল্মসের আগামী ছবি 'ফ্লাইওভার ।' সৌকর্য ঘোষালের 'রক্ত রহস্য'-এ রেডিয়ো জকির পর এই ছবিতে কোয়েল সাংবাদিক । আনন্দবাজার ডিজিটালকে কোয়েল বললেন, "ফ্লাইওভার পুরোপুরি মানবিকতা আর বাস্তবের সমন্বয়ে বলা এক সাংবাদিকের গল্প । ফ্লাইওভার নিয়ে খবর করতে গিয়ে যে নানা জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় ।"

আবারও অন্য রকম ভূমিকায় কোয়েল । কেন ? পরিচালক আনন্দবাজার ডিজিটালকে জানালেন, দীর্ঘ দিন ধরেই কোয়েলের সঙ্গে কাজ করার ভীষণ ইচ্ছে ছিল তাঁর । কিন্তু সুযোগ হয়ে উঠছিল না । অন্য একটি প্রোজেক্ট করতে করতেই 'ফ্লাইওভার'-এর গল্প শোনান তিনি নিসপাল সিংহ রানেকে । ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কোয়েলের নামও বলেন । রানে রাজি হতেই চিত্রনাট্য তৈরির কাজে হাত দেন পরিচালক ।

(e) করোনার থাবায় কাঁপছে অল ইংল্যান্ড ওপেনও । বুধবার ভারতীয় সময় দুপুর থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল এই প্রতিযোগিতা । কিন্তু তা পাঁচ ঘন্টা পিছিয়ে দেওয়া হল । করোনার ফল 'অসম্পূর্ণ' আসার কারণেই এই সিদ্ধান্ত ।

বুধবার বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থা এবং ব্যাডমিন্টন ইংল্যান্ড যৌথ ভাবে একটি বিবৃত্তি প্রকাশ করে । সেখানে লেখা হয়েছে, "অল ইংল্যান্ড ওপেনে অংশ নিতে চলা অনেক খেলোয়াড়ের কোভিড-১৬ পরীক্ষার ফল অসম্পূর্ণ এসেছে । ফলে সেই নমুনাগুলি ফের পরীক্ষা করা হবে । বেশ কিছু খেলোয়াড়ের ফলাফল পজিটিভ এসেছে । তাঁদের ফের পরীক্ষা করা হবে । যতক্ষণ না পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসে, ততক্ষণ তাঁরা স্বেচ্ছাবন্দি থাকবেন ।"

এমনিতে মঙ্গলবার রাতের দিকে জানা যায়, তিন ভারতীয় খেলোয়াড়ের করোনার ফল পজিটিভ এসেছে । দলের কোচ মাতিয়াস বো স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, "এই ফল হতাশাজনক । গত ১৪ দিনে পাঁচ বার পরীক্ষা হয়েছে আমাদের । প্রতি বারই নেগেটিভ এসেছে । আমরা একে অপরের সঙ্গে মিশেছি । হঠাৎ করে পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসে কী করে ?"

(f) মায়ানমারের হ্লাইনথায়া শহরে চিনের অর্থে চলা বেশ কয়েকটি কারখানার রবিবার আগুন লাগে । এর পরই অন্তত ২২ জন সেনা অভ্যুত্থান প্রতিবাদকারীকে হত্যা করেছে সে দেশের সেনাবাহিনী । রাজনৈতিক বন্দিদের সহযোগী এক সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে শহরের অন্যত্র আরও ১৯ জন প্রতিবাদকারীকে হত্যা করা হয়েছে । এক জন পুলিশকর্মীরও মৃত্যু হয়েছে । সব মিলিয়ে নির্বাচিত জননেত্রী আন সান সু কি-র বিরুদ্ধে ৯ ফেব্রুয়ারি সেনা অভ্যুত্থানের পর, সে দেশে সবচেয়ে রক্তাক্তময় দিন ছিল রবিবার ।

কারখানায় আগুন লাগার ঘটনা নিয়ে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে সে দেশের চিনা দূতাবাসের তরফে । সেই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘অজ্ঞাতপরিচয় কিছু দুষ্কৃতী হ্লাইনথায়ার কাপড়ের কারখানায় আগুন লাগিয়ে দেয় । যার জেরে বেশ কিছু চিনা কর্মী আটকে পড়েন সেখানে । তাই মায়ানমারের কাছে অনুরোধ, সেখানে থাকা চিনা কর্মী এবং সম্পত্তি যেন রক্ষা করা হয়’ । যদিও এত জনের মৃত্যুর বিষয়টির উল্লেখ করা হয়নি চিনা দূতাবাসের ফেসবুক পেজে এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে মায়ানমারের সাধারণ মানুষ । প্রসঙ্গত, চিনকে মায়ানমারের এই সেনা অভ্যুত্থানের সমর্থক হিসাবেই ধরা হয় ।

সে দেশের সেনা পরিচালিত সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, চারটি কাপড়ের কারখানা এবং একটি সার তৈরির কারখানায় আগুন লাগার পর প্রায় দু’হাজার মানুষ দমকল যেতে বাধা দেন । এর পরই নিরাপত্তারক্ষীরা ‘পদক্ষেপ’ করতে বাধ্য হন ।

6. निम्नलिखित में से किसी ***एक*** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : *1×10=10*

(क) आज सबके मन में पर्यावरण को लेकर एक ख़ौफ़ बैठा हुआ है । ओज़ोन की परत में छेद से होकर आने वाली सूर्य की रश्मियाँ ख़तरनाक हो रही हैं । हमारे खाद्य पदार्थ कीटनाशकों और अन्य रसायनों से प्रदूषित हो रहे हैं । पीने के लिए निर्मल शुद्ध जल प्राय: अनुपलब्ध है । जलवायु-परिवर्तन के क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं, इसकी झलक आए दिन मौसम में हो रहे बदलावों से मिलती है । इनसे हरित गैसों से तप्त धरती का क्या हाल होगा, इसकी चेतावनी भी मिलती है । घर और बाहर की हवा हानिकारक रसायनों से भरी रहती है और साँस लेना दूभर होता जा रहा है । भोज्य पदार्थ की आनुवंशिक इंजीनियरिंग और बीजों के पेटेंट होने से प्राकृतिक भोज्य पदार्थों तक हमारी पहुँच घटती जा रही है और विश्व की अधिकांश जनसंख्या के लिए भोजन के साधन भी घट रहे हैं । जिस वेग से वैश्विक गरमी बढ़ रही है, वह दुनिया को ऐसे बिंदु पर पहुँचा रही है, जिससे बाढ़, भोजन और जल की कमी, विस्थापन, संसाधनों के लिए हिंसात्मक संघर्ष अवश्यंभावी होता जा रहा है ।

सिर्फ अमेरिका में नौ बिलियन पशु प्रतिवर्ष भोजन के काम आते हैं । इसके चलते अनेक जीव-जंतुओं की प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं । जल-प्रदूषण, मल और अपशिष्ट के निरंतर एकत्र होते रहने, वनों की कटाई आदि से ओज़ोन की परत को भी सतत हानि हो रही है । वर्षा-वन और समुद्र के भीतर का जीव-जगत् मनुष्य द्वारा दोहन के कारण दुष्प्रभावित हो रहा है । धरती पर उपलब्ध संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक है और यह स्थिति सफल जीवन जीने के लिए उपयुक्त नहीं है । संतुष्टि न हो सकने वाली हमारी उपभोग-वृत्ति और लोभ के कारण निकलता कूड़ा और अपशिष्ट का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ता जा रहा है ।

(ख) कुछ दिनों पहले का समाचार था — 34 महिलाएँ केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की 'कोबरा कमांडो' बनेंगी। केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की महिला बटालियन भी विश्व की अनूठी बटालियन है, जहाँ से इन्हें चुना गया है। 'कोबरा कमांडो' जिस तरह के जोखिम भरे करतब करते हैं, वे हम सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। इनका प्रशिक्षण इतना कठोर होता है कि गिने-चुने साहसी ही सफल हो पाते हैं। इनका चयन महिला सशक्तीकरण का बेमिसाल उदाहरण है।

पिछले दिनों चार भारतीय महिलाओं ने सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक की सबसे लंबी दूरी पर विमान उड़ाकर विश्व कीर्तिमान बनाया। इस 'नॉनस्टॉप' 16,000 किमी. यात्रा में ये वीरांगनाएँ उत्तरी ध्रुव के ऊपर से गुजरीं। यह बेहद जोखिम भरा कारनामा था। कमांडिंग ऑफिसर जोया अग्रवाल ने अपनी तीन सहयोगी महिला अधिकारियों के साथ यह जोखिम-भरी यात्रा संपन्न करके भारत को गौरवान्वित किया।

इसी प्रकार पाँच प्रबुद्ध महिलाएँ 'सेफ स्पीड चैलेंज' स्वीकार करके वाघा सीमा से कन्याकुमारी तक कार यात्रा करती हैं। रक्षामंत्री तथा सड़क परिवहन मंत्री इनकी यात्रा को शुभारंभ करने हेतु उपस्थित होते हैं। ये महिलाएँ इस विराट् यात्रा में यातायात संबंधी अध्ययन भी करती हैं तथा लोगों को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक भी करती हैं।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की प्रशासनिक टीम में सात-आठ भारतीय महिलाओं को अत्यंत संवेदनशील उच्च पद दिए गए हैं। यह भारतीयों के लिए तो गर्व का विषय है ही, साथ ही महिलाओं की प्रतिभा और क्षमता के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण की अनिवार्यता को भी रेखांकित करता है।